সমকাল

তারিখ ... 26 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ...

প্রাথমিকে সৃজনশীল শিক্ষা প্রয়োগের পরিবর্তন চান বিশিষ্টজন

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে 'রিসার্চ ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অব কমপ্লিট এডুকেশন (রেস)। এ অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজন বলেন, প্রাথমিকে সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি চালু একটি ভালো উদ্যোগ। কিন্তু যথাযথ পদক্ষেপ ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ না থাকায় এ পদ্ধতি কাজে আসছে না। সৃজনশীল পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে। এ পদ্ধতি প্রয়োগের পরিবর্তন দরকার।

গতকাল সোমবার রাজধানীর দৃক গ্যালারিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা। অনুষ্ঠান শেষে 'এনলাইটেনমেন্ট' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। গবেষণা চলাকালীন বিভিন্ন বিদ্যালয়, ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনাসহ নানা বিষয়ের ৩৮ আলোকচিত্র এতে স্থান পেয়েছে। প্রদর্শনী আজ সারাদিন চলবে।

রেস-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. শরিফ উদ্দিনের সঞ্চালনায় প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন বিশিষ্ট লেখক ও কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, নৃবিজ্ঞানী ড. জহির উদ্দিন আহমেদ, সমকালের নির্বাহী সম্পাদক ■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

প্রাথমিকে সৃজনশীল শিক্ষা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

মুস্তাফিজ শফি, গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ড. মোস্তাফিজুর রহমান, আবদুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ। এতে মূল প্রবন্ধ পড়েন রেস-এর সদস্য ফৌজিয়া আক্তার রিনি।

সৈয়দ আবুল মকসুদ বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগেই এ ধরনের গবেষণা হওয়া দরকার। কিন্তু সরকার সেটা করছে না, ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় যেসব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে সেগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন হতেই পারে। সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতিতে সমস্যা নেই, সমস্যা এর প্রয়োগে। শিক্ষার নামে বাণিজ্য মারাত্মক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার আগে এর দর্শন ঠিক করা বেশি দরকার বলে তিনি মনে করেন।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, উচ্চশিক্ষার চেয়েও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি। এখান থেকে শিক্ষার্থীদের ভিত্তি তৈরি হয়। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের যে চাপে রাখা হয় তাতে কেউ সৃজনশীল হতে পারবে না।

তিনি বলেন, পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটি একটি দায়িত্বহীনতায় চলছে। সরকার রাজনৈতিক কারণে পাসের হারের পেছনে দৌড়ায়। এমডিজির লক্ষ্যমাত্র অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের তাড়া দেওয়া হয়। এতে তাদের ভবিষ্যৎ খুব খারাপ হতে পারে।

মুস্তাফিজ শফি বলেন, সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতির শুরুটা ভালো হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের বইকেন্দ্রিক করা ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবে এ পদ্ধতি কাজে আসছে না। এ জন্য সরকার, শিক্ষক, গণমাধ্যম সবাইকে এ দায় নিতে হবে। শিক্ষক সংগঠনগুলো তাদের দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে আন্দোলন করলেও সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে কোনো আন্দোলন দেখা যায় না। তিনি বলেন, পত্রিকাগুলোও শিক্ষা পাতায় এক ধরনের গাইড প্রকাশ করে। এই প্রবণতা বন্ধ হওয়া উচিত। সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারকে চাপ দিতে হবে। শিক্ষার মানোন্নয়নে তিনি বিশিষ্টজনের কাছে লেখাও আহ্বান করেন।

গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রাথমিকে ৯২ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বাজারের গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীল। ৪৭ শতাংশ শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের পড়ানোর ক্ষেত্রে গাইড বইয়ের সহায়তা নেন। প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষক এ পদ্ধতি ভালোভাবে বোঝেন না। সারা দেশের ১৬টি জেলার ২১টি স্কুল নিয়ে জরিপ পরিচালনা করা হয়।